কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার • একবিংশ সংখ্যা, মার্চ ২০১৭

গণসাক্ষরতা অভিযান-সমকাল গোলটেবিল আলোচনা

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন : নাগরিক সমাজের ভাবনা

শিশুরা ছাপার অক্ষরে যা দেখে সেটাই বিশ্বাস করে। তাই তাদের পাঠ্যবইয়ে ভুল থাকা অমার্জনীয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের পাঠ্যক্রম অবশ্যই হতে হবে অসাম্প্রদায়িক চেতনার। নিরপেক্ষতার নামে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিষয় একই সঙ্গে পাঠ্যবইয়ে রাখা চলবে না। এ কাজে রাজনৈতিক দল বিশেষত ক্ষমতাসীন দলকে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। যোগ্য ও দক্ষ লোকদের এসব কাজের দায়িত্ব দিতে হবে।

গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৭, শনিবার, সকালে গণসাক্ষরতা অভিযান-সমকাল যৌথভাবে আয়োজিত 'প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন : নাগরিক সমাজের ভাবনা' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, সাংবাদিক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মকর্তারা এতে বক্তব্য রাখেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিল আলোচনার সঞ্চালনা করেন সমকালের নির্বাহী সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি।

সিভিল সোসাইটি এডুকেশন ফান্ড-এর সহায়তায় সমকাল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় বক্তারা বলেন, গত দশ বছরের মধ্যে এবারই সবচেয়ে বেশি ভুল ধরা পড়েছে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার লেশমাত্র বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে নেই। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বইয়ে কেন এনসিটিবি'র হিন্দু চেয়ারম্যানের নাম ছাপানো যাবে না? সরকার হেফাজতের ১৭ দফা দাবিই পূরণ করেছে পাঠ্যপুস্তকে। হুমায়ুন আজাদ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো অসাম্প্রদায়িক চেতনার লেখকদের লেখাও বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বইয়ে অনেক ভুল। শব্দ, বাক্যবিন্যাস, পরিমিতি- সবকিছুতেই ভুল। চিত্র উপস্থাপনেও অজ্ঞতা ছিল। বক্তারা বলেন, বই চূড়ান্ত করে চূড়ান্ত প্রুফ দেখার কাজটি এনসিটিবি'র কোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তা করেন না। এমনকি বইয়ের লেখক ও সম্পাদকদেরও তা দেখানো হয় না। যদি এসব হয়েও থাকে, তবু বইয়ে নাম ছাপা হলে সংশ্লিষ্ট লেখক ও সম্পাদকদের তার নৈতিক দায় নিতে হবে।

আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শফি আহমেদ, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ মমতাজ লতিফ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরিটাস ড. মনজুর আহমদ, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম. এম. আকাশ, আইইআর-এর অধ্যাপক মরিয়াম বেগম, শিক্ষাবার্তার সম্পাদক এ. এন. রাশেদা, সমকালের সহযোগী সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত, গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ ও কে. এম. এনামুল হক, সমকালের বিশেষ প্রতিনিধি সাব্বির নেওয়াজ, কেরানীগঞ্জের রুহিতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক খায়রুল ইসলাম, দনিয়া এ. কে. হাই স্কুলের অভিভাবক রোমানা ইয়াসমিন ও কেশব সরকার।

রাশেদা কে. চৌধূরী

নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন বিষয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান সব সময় সরকারকে সহায়তার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকে। এবারের পাঠ্যপুস্তকের ভুলের প্রথম কারণ- পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বাংলা একাডেমির বানানরীতি ঠিকমতো অনুসরণ না করা। সে সঙ্গে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনও সঠিক ছিল না। এবারের বইয়ের বিষয়বস্তুতে এমন কিছু আছে কি-না, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে তা দেখতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে শিক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী তাদের মেধা-মনন উন্নয়নে স্বাধীন বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনা তুলে ধরাটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সরকারের নীতিনির্ধারকরা আমাদের পরামর্শ কানে নেন আর না নেন, আমরা এ বিষয়ে কথা বলে যাব।

অধ্যাপক এম. এম. আকাশ

এবারের পাঠ্যবইয়ে ১৬টি বড় ধরনের ভুল রয়েছে। প্রচ্ছদে ভুল রয়েছে, ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব রয়েছে, জেন্ডারে ভুল রয়েছে, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ রয়েছে, গ্রাম ও শহরের তারতম্য রয়েছে, পেশার পক্ষপাতিত্ব রয়েছে, যতি চিহ্নের ব্যবহারেও ভুল রয়েছে। অবহেলার কারণে কিংবা সঠিক লোক দায়িত্বে না থাকার কারণেই এ ভুলগুলো হয়েছে। যদি সঠিক লোক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে থাকেন, তাহলে তার অবহেলার কারণে ভুল হয়েছে। আর বেঠিক লোক দায়িত্বে থাকলে তো ভুল হবেই। এসব ভুল হয়তো সংশোধন করা সম্ভব। কিন্তু মূল্যবোধের যে ক্ষয় রয়েছে, তা সংশোধন সম্ভব নয়। আমার মতে, শিক্ষাক্রম বিষয়ে হেফাজতের দাবির কাছে সরকার এবার আত্মসমর্পণ করেছে। এ ব্যাপারে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে দায় নিতে হবে।

মমতাজ লতিফ

আমি ১২ বছর ধরে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে কাজ করেছি। পাঠ্যপুস্তকের ভুলটা হয় যিনি চূড়ান্ত প্রুফ দেখেন, তাঁর মাধ্যমে। আমার এক যুগের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সম্পাদনা কাজে যারা যুক্ত থাকেন, তারাও সর্বশেষ পাণ্ডুলিপিটি দেখতে চাননি। এমন কি এ বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহও ছিল না। এনসিটিবিতে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের একটি বড় চক্র ঘাপটি মেরে রয়েছে। তারা সবকিছু ঠিক হতে দেয় না। নিরপেক্ষতার নামে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আর বিপক্ষের বিষয়বস্তু একই সঙ্গে পাঠ্যবইয়ে দেওয়া চলবে না। আমাদের সংবিধানে বলা রয়েছে একমুখী ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে। পাঠ্যপুস্তককে অসাম্প্রদায়িক করতে হবে। এখন যদি করতে না পারি, তাহলে কখনো হবে না।

গাইবান্ধার বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল কর্মসূচি উদ্বোধন

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নে বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি, ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার ঘোষ। মুক্তিনগর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও শিক্ষা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে অত্র বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করা হয়।

এ উপলক্ষে মুক্তিনগর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জোবেদ আলী সরদারের নেতৃত্বে কাব দলের স্যালুট প্রদানের মাধ্যমে প্রধান অতিথিকে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি স্পিকার এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি বলেন, জ্ঞানের আলো ইস্পাতের চেয়ে ধারালো, শিক্ষার আলো ছড়ানোর কাজটি করে থাকেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। শিক্ষার আলো ছড়ানোর কাজে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সহযোগিতা করেন এসএমসি সদস্য, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা। শিশুদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এখানে যদি শিশুরা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে তবেই সে ভবিষ্যতে চরিত্রবান ও সুনাগরিক হতে পারে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারিকরণের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তারপর তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, এসএমসি, পিটিএ ও অভিভাবকরা সচেতন হলেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব। একটা শিশু দুপুরে যখন খাবার পাবে তখন সে সারাদিন ক্লাসে থাকতে আগ্রহী হবে।

মিড ডে মিল কর্মসূচির উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি

এর আগে মুক্তিনগর ইউনিয়নের ধনারুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করা হয়। সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে মিটিং এবং এসএমসি'র সঙ্গে মতবিনিময় করে। এর ফলে বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে মা সমাবেশ আয়োজন করে মায়েদের সঙ্গে মতবিনিময়ের ভিত্তিতে এবং এসএমসি, শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে মিড ডে মিল চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। মিড ডে মিল চালু করার ফলে শিক্ষার্থীরা দুপুরে গরম খাবার খেতে পারছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোঃ মতলেবুর রহমান

মুজিবনগরের ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নে অবস্থিত ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম ইত্যাদি বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এই বিদ্যালয়টি অবস্থিত। এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ১৮৮০ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ১৯৭৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয়। ৯৯ শতক জমির উপর গড়ে ওঠে এ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের আঙিনায় রয়েছে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছে ভরা মনোরম বাগান। স্থানীয় কমিউনিটির উদ্যোগে বিদ্যালয়ের প্রাচীর ও গেট নির্মাণ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান, এসএমসি'র সভাপতি রকিবুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন, স্থানীয় জনগণ ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের শতভাগ ছাত্র-ছাত্রীর স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে, শ্রেণিকক্ষ সাজানো হয়েছে, দেশের বরেণ্য কবি-সাহিত্যিকের নামে শ্রেণিকক্ষের নাম রাখা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ৪০৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে, তাদের পাঠদানের জন্য ১০ জন শিক্ষক রয়েছেন। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাসের পাশাপাশি ৪-৫জন করে শিক্ষার্থী ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায়। প্রতি বছর নিয়মিত পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমিক কাজ, সমাজসেবামূলক কার্যক্রম, নৈতিক ও

আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা কাব-স্কাউট, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ২০১৬ সালে কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য রকিবুল ইসলাম ২০১৬ সালে জেলার শ্রেষ্ঠ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি জানান, সরকারের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, গণসাক্ষরতা অভিযান, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, মোনাখালী কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সহায়তায় বিদ্যালয়টিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইতোমধ্যে অনেকেই এ বিদ্যাপীঠ পরিদর্শনে এসে মুগ্ধ হয়েছেন।

সাদ আহম্মেদ

বেইসলাইন প্রতিবেদন

বালিয়াডাঙ্গা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

বটিয়াঘাটা, খুলনা

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় ৩২টি ইউনিয়নে বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল ও সুপারিশমালা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৪,৯৩৪টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত জনসংখ্যাশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৪,০২৭টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ১৮,৩০৯ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ১৬,৮১৩ জন। খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা ২০১৪ সালের জরিপে পাওয়া গেছে ৩.৭১ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৪.১৭ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৪,২৫১ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ১,৯২৬ জন এবং ছেলে ২,৩২৫ জন (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ২,৩৭০ (মেয়ে ১,১৫৮ ও ছেলে ১,২১২) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ২,২৪৩ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যাদের মধ্যে ১,১০১ জন মেয়ে এবং ১,২৪২ জন ছেলে।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	৯৫৬	৯৭৩	১,৯২৯	৪৯.৫৬
৬ – ১২ বছর	১,১৫৮	১,২১২	২,৩৭০	৪৮.৮৬
১৩ থেকে ১৮ বছর	৯৮৬	১,৩৩৩	২,৩১৯	৪২.৫২
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৪,২৯৩	৪,১৫২	৮,৪৪৫	৫০.৮৩
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,০১৭	১,২৬৩	২,২৮০	৪৪.৬০
৬০+ বছর	৩৯৬	৫৭০	৯৬৬	৪১.০০
মোট:	৮,৮০৬	৯,৫০৩	১৮,৩০৯	৪৮.০৯

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানাজরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর পাস করেছেন ৮৯ জন। অনার্স পাস করেছেন ৪৭ জন, স্নাতক পাস করেছেন ১৫২ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ৫৫২জন, এসএসসি পাস করেছেন ১,০৪৩ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৩৮১ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,৩৪৮ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৩,৩৬৮ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ১,৫৯৯ জন নিরক্ষর। এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	%
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	১,১৪২	১,১০১	২,২৪৩	৯৪.৬৪
বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু	৭০	৫৭	১২৭	৫.৩৬
মোট:	১,২১২	১,১৫৮	২,৩৭০	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৮৯১	৮৬৪	১,৭৫৫	৯৫.৫৯
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,২২৪	১,১৯৮	২,৪২২	৯২.৪০
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৮২	৯৭	১৭৯	২৪.৪২

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানাজরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ১২৭ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৪ জন রয়েছে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে, ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ১৭ জন করে এবং ৮ নং ওয়ার্ডে ১৬ জন বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু রয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ২৬ (মেয়ে ১১, ছেলে ১৫) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ২৬ (মেয়ে ১১, ছেলে ১৫) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৭৪.২৮ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৮০ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যে, ইউনিয়নের ৮১.৩০ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ১৫.৩০ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ১.৬ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ১.৮ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ৬৩৫ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৩১৪ জন এবং ছেলে ৩২১ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪৬০ জন (মেয়ে ২৩৫ ও ছেলে ২২৫)। তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণিতে মেয়ের তুলনায় ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, যথাক্রমে তৃতীয় শ্রেণিতে ২২৪ জন মেয়ের বিপরীতে ২৩১ জন ছেলে, চতুর্থ শ্রেণিতে ১৫৮ জন মেয়ের বিপরীতে ১৮৮ জন ছেলে। পঞ্চম শ্রেণিতে আবার ছেলের তুলনায় মেয়ে বেশি। ১৫২ জন ছেলের বিপরীতে ১৬৮ জন মেয়ে শিক্ষার্থী।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসাবে ৫৫.৬ শতাংশ। ২টি আধাপাকা (১১.১ শতাংশ) এবং ৬টি কাঁচা (৩৩.৩ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ১টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসাবে ৫.৬ শতাংশ। ১১টি (৬১.৬ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ভালো অবস্থায় নেই ৬টি (৩৩.৩ শতাংশ) বিদ্যালয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসাবে তা ৪৪.৪ শতাংশ। ৫টি বিদ্যালয়ে (২৭.৮ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে, এখানে পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা নেই। ২টি (১১.৪ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শুধু ছেলেদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	৮	৪৪.৪	ব্যবহার উপযোগী	৩	১৬.৭
উভয়েই ব্যবহার করে	৫	২৭.৮	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	১১	৬১.১
শুধু ছেলেদের জন্য	২	১১.৪	ব্যবহারের অনুপোযোগী	১	৫.৬
শুধু মেয়েদের জন্য	০	০	বন্ধ	০	০
টয়লেট নেই	৩	১৬.৭	টয়লেট নেই	৩	১৬.৭
মোট	১৮	১০০	মোট	১১	১০০

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানাজরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে ৪,৯৩৪টি খানায় মোট ১৮,৩০৯ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটি একটি উপকূলীয় দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঝড়, জলোচ্ছ্বাস) লেগে থাকে। সবসময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ৩৫.৪ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসাবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৫.৬৯ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের অবস্থান মোটমুটি সন্তোষজনক হলেও বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ১,৫৯৯ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী, ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মির্জা কামরুন্নাহার

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ২০১৪ সালের বেইসলাইন জরিপের তথ্য মুদ্রিত হলো, যাতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সূচকগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন।

জামালপুরের ঘোষেরপাড়া ও সিধুলী ইউনিয়নে কমিউনিটির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শিক্ষামেলা

ডিএফআইডি'র সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নে এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে মাদারগঞ্জ উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নে শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের বেলতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ও সিধুলী ইউনিয়নের শ্যামগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শহিদুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মেলান্দহ উপজেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার মোঃ খোরশেদ আলম, সহকারী শিক্ষা অফিসার আইয়ুব আলী, ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ ওবায়দুর রহমান। এতে সভাপতিত্ব করেন এ ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি নাছির উদ্দিন আহম্মেদ। সিধুলী ইউনিয়নের মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাদারগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদারগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা অফিসার মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ হারুন অর রশিদ। এতে সভাপতিত্ব করেন আপউস-এর সভাপতি মোঃ মুনছুর আলী খান।

মেলায় দুইটি ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, ছাত্র-ছাত্রী, ইউপি সদস্যসহ এলাকার সকল স্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। অতিথিরা এ রকম শিক্ষামেলা আয়োজন করায় আপউস ও গণসাক্ষরতা অভিযানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতি বছরই শিক্ষামেলা আয়োজন করার অনুরোধ জানান।

কমিউনিটি উদ্যোগের ফলে বেলী এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ালেখা করছে

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের বাগবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী থাকা অবস্থায় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে বেলী। কিন্তু ঘোষেরপাড়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সার্বিক সহযোগিতায় বেলীকে আবারও বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা হয়। সে ২০১৬ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে জিপিএ ৩.৯২ পয়েন্ট পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। এখন সে বাগবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্রী। বেলী জানায়, আবারও পড়ালেখা করতে পারায় সে অনেক আনন্দিত। লেখাপড়া করে সে আদর্শ শিক্ষক হতে চায়। উল্লেখ্য, বেলী গত সমাপনী পরীক্ষার পূর্বে লেখাপড়া বন্ধ করে ঢাকায় চলে যায়। ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অর্থাৎ কমিউনিটির উদ্যোগে বেলীকে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো সম্ভব হয়।

কমিউনিটির উদ্যোগের ফলে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখছে তারিকুল

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা ইউনিয়নের দেবেরছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১৬ সালে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে মোঃ তারিকুল ইসলাম। সে এখন বাগবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্র। সে লেখাপড়া করে অনেক বড় হতে চায় এবং মানুষের সেবা করতে চায়। সমাপনী পরীক্ষার পূর্বে তার বাবা তাকে ঢাকায় গার্মেন্টস কারখানায় কাজে পাঠিয়ে দেন। ফলে তার স্বপ্নগুলো মুকুলেই ঝরে যেতে থাকে। সেই সময় আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে স্থানীয় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তৎপরতায় তারিকুলের বাবা আবার তাকে বিদ্যালয়ে পাঠান। এর ফলে সে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং অত্যন্ত ভালো ফলাফল করে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়।

মোঃ আব্দুল হাই সরকার

কমিউনিটির উদ্যোগে সিরাজগঞ্জে বর্ণাঢ্য শিক্ষামেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সিরাজগঞ্জের দুটি ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষায় উত্তম চর্চা ও শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শন, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার, বিদ্যালয়ে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান ও ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)-এর যৌথ আয়োজনে ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় দুটি শিক্ষামেলা। ডিএফআইডি'র সহায়তায় প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষামেলা দুটি যথাক্রমে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়ন ও রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নে আয়োজিত হয়।

প্রতিটি ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসাসহ প্রায় ২০টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষামেলায় অংশ নেয়। র‍্যালি এবং জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে মেলার কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা, রিডিং, অভিনয় ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। শিক্ষামেলায় ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয় নিজেদের তৈরি শিক্ষা উপকরণসহ বিভিন্ন উপকরণ প্রদর্শন করে। শিক্ষামেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল 'ঝরে পড়া রোধ হোক' এবং 'বাল্যবিবাহকে না বলি' এই দুটি থিমভিত্তিক শিশুদের অভিনীত নাটক। এতে শিশুদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উল্লিখিত থিমের ম্যাসেজ সকলের কাছে পৌঁছে যায়।

ধানগড়া ইউনিয়নের শিক্ষামেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ ৩ (তাড়াশ-রায়গঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য গাজী ম. ম. আমজাদ হোসেন মিলন। তিনি বলেন, আজকের শিশু আগামী দিনের কাণ্ডারি, তাই এ শিশুদের ভবিষ্যৎ সম্পদরূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের। শিক্ষামেলার মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি নিজে আমার নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে এ রকম শিক্ষামেলা আয়োজনের চেষ্টা করব।

ভদ্রঘাট ইউনিয়নের শিক্ষামেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান। তিনি বলেন, গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র এই উদ্যোগ আমাদের দেশের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া গেলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি ঝরে পড়া রোধ, শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিত ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, ডিএফআইডি'র আর্থিক সহযোগিতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বাংলাদেশের ৮টি জেলার ৩২টি ইউনিয়নে ৩২টি শিক্ষামেলা আয়োজন করছে।

মোঃ মেহেদী হাসান

কমিউনিটির উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের এলজিএসপি প্রকল্পের অর্থায়নে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন

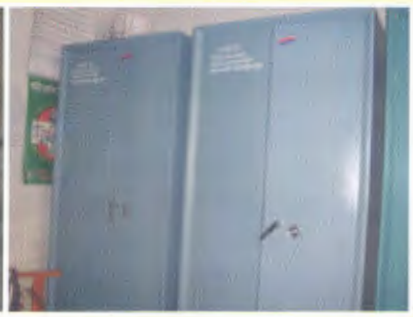

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের বাগবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অসবাবপত্রের ঘাটতি ছিল, শ্রেণিকক্ষে ফ্যান ছিল না। এজন্য পাঠ পরিচালনাসহ দাপ্তরিক কাজে শিক্ষকদের অনেক অসুবিধা হতো। গরমের দিনে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া করতে অনেক কষ্ট হতো। এ সমস্যা সমাধানের জন্য কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে দেনদরবার করে। তাদের দেনদরবারের ফলে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বাগবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান ও আসবাবপত্র দেওয়া হয়। ঝাঐল ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য মাহমুদা খাতুন মুন্নী ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে এলজিএসপি প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে ৬টি চেয়ার, ১২টি সিলিং ফ্যান ও ২টি আলমারি দেন। এ কাজে মোট ব্যয় হয় এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা। এখন শিক্ষকরা অফিস ও ক্লাসরুমে স্বাচ্ছন্দ্যে বসতে পারছেন, স্কুলের নথিপত্র সংরক্ষণে সুবিধা হয়েছে। প্রতিটি ক্লাসরুমে সিলিং ফ্যান লাগানোর ফলে শিক্ষকরা সুষ্ঠুভাবে পাঠ পরিচালনা করতে পারছেন। শিক্ষার্থীরাও স্বাচ্ছন্দ্যে লেখাপড়া করতে পারছে। একারণে এলাকার সকল অভিভাববক, এসএমসি ও ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দিত।

মোঃ শাহ আলম সরকার

প্রত্যন্ত গ্রামে সাড়া জাগানো শিক্ষামেলা : সকলের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ, হৈ-হুল্লোড় আর খেলা

দুর্গম এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে -এই স্লোগানকে সামনে রেখে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের সহায়তায় গোপায়া ও নিজামপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার আনন্দপুর ও পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ ও ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে দিনব্যাপী শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষামেলায় গোপায়া ও নিজামপুর ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা, উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, গোপায়া ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য ও স্থানীয় এলাকাবাসী অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষামেলা উদ্বোধন করেন প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন, সিলেট-এর উপ-পরিচালক তাহমিনা খাতুন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নূর ইসলাম, পিটিআই সুপারিন্টেন্ডেন্ট নজরুল ইসলাম, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহাব উদ্দিন আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহমুদুল হক, গোপায়া ও নিজামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং গোপায়া ও নিজামপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি। মেলায় ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি শিক্ষা উপকরণসমূহ প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও মেলায় ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, ইউপি সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও স্থানীয় গ্রামবাসীর জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উভয় শিক্ষামেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান আউয়াল।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য কমিউনিটির বিশেষ উদ্যোগ : শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে প্রতিবন্ধী ছাত্র মোঃ হাবিবুর রহমান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জের যৌথ উদ্যোগে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, আনন্দময় পরিবেশে শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষায় ছেলে-মেয়ে ও প্রতিবন্ধীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যালয়ের নানামুখী সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। শিক্ষায় প্রতিবন্ধীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং বিদ্যালয়ে পাঠদান যেন ব্যাহত না হয় সে-জন্য লস্করপুর ইউনিয়নের সুলতানশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্যালয়ের সমস্যা চিহ্নিত করে এসএমসি সভার আয়োজন করেন সুলতানশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক দুলালী রায়। প্রধান শিক্ষক বলেন, শিক্ষক সংকট থাকার কারণে শ্রেণি কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের বিদ্যালয়ে চারজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী আছে। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়টি অবগত হওয়ার পর সমাধানের পথ খুঁজে বের করেন। ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ও এসএমসি সদস্য মোঃ ফুল মিয়া বলেন, আমাদের ইউনিয়নে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন যাবত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে। ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যৌথ সভায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেজন্য এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সঙ্গে দেনদরবার করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। এদিকে মোঃ ফুল মিয়া একজন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকের বেতন প্রদান করবেন বলে আশ্বাস দেন। বর্তমানে সুলতানশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারজন প্রতিবন্ধী লেখাপড়া করে। এ বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার বিদ্যালয়গামী সকল প্রতিবন্ধী লেখাপড়া করছে। এদের মধ্যে একজন প্রতিবন্ধী ছাত্র মোঃ হাবিবুর রহমান এখন প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। প্রতিদিন সে লাঠিতে ভর করে বিদ্যালয়ে আসে। হাবিবুর রহমানের পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল নয়। তবুও হাবিবুরের লেখাপড়া প্রতি অনীহা নেই। কারণ, তার স্বপ্ন সে একজন শিক্ষক হবে।

কাজল সমাদ্দার, মোঃ মাহফুজুর রহমান

কমিউনিটির উদ্যোগে জিয়াডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও স্থানীয় জনমানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের জিয়াডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপন করা হয়। নদীভাঙনের ফলে ২০১৫ সালে বিদ্যালয়টি বিলীন হয়ে যায়। এতে টয়লেটসহ সব শ্রেণিকক্ষ ভেঙে যায়। পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভোলার চরে বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়। স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকায় সেখানে বিদ্যালয়টি স্থায়ী হয়নি। কিছুদিন পর আবার বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। ফলে ঐ গ্রামের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। জিয়াডাঙ্গা গ্রামে কোনো বিদ্যালয় না থাকায় এবং অন্যান্য বিদ্যালয়গুলো দূরবর্তী হওয়ায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এ বিষয়টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাধ্যমে এসএমসি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের নজরে আসে। তারা সকলে মিলে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও এলাকার জনগণের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের সহযোগিতায় জিয়াডাঙ্গা-বাড়াইকান্দি সীমানায় বিদ্যালয়টি পুনরায় স্থাপিত হয়।

কিন্তু এত দিন বিদ্যালয়ে কোনো টয়লেট না থাকায় শিক্ষার্থীরা খোলা জায়গা ব্যবহার করত। ফলে বিদ্যালয়ের আশেপাশের পরিবেশ দূষিত

হতো। বিষয়টি নিয়ে এসএমসি সদস্য, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যরা আলোচনা করেন। তাদের উদ্যোগে এ বিদ্যালয়ে একটি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপন করা হয়। টয়লেট নির্মাণে ব্যয় হয় পনেরো হাজার টাকা। এ নির্মাণ ব্যয় বহন করে স্থানীয় জনগণ, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও স্থানীয় একটি এনজিও। টয়লেট নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হয়েছে। শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে লেখাপড়া করছে।

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারা প্রদান

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির উদ্যোগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারা প্রদান করা হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে কচুয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারকেল চারা রোপণ করা হয়েছে। এর আগে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে মুক্তিনগর ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় এ ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এতে বিদ্যালয়সমূহের প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গাছের চারা রোপণের পরিকল্পনা করা হয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে গত নভেম্বর মাসে মুক্তিগনর ইউনিয়নের কচুয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আঙিনায় দুটি নারিকেলের চারা রোপণ করা হয়।

কমিউনিটি ও এসএমসি'র যৌথ উদ্যোগে বাউশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক ও এসএমসি'র যৌথ উদ্যোগে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের বাউশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আঙিনায় সবজি বাগান তৈরি করা হয়েছে। বাগান তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন এসএসসি'র সভাপতি আলহাজ আকবর হোসেন এবং এসএমসি'র অন্যান্য সদস্য। অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকরাও এ বাগান তৈরিতে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। বাগানটিতে বিভিন্ন শাক ও সবজি চাষ করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে এ বাগান তৈরি করেছেন। বর্তমানে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা সবজি বাগান নিয়মিত পরিচর্যা ও দেখাশুনা করেন। বাগানটি তৈরির ফলে বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি পরিবেশের উন্নতি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটছে। শিক্ষার্থীরা ঋতুভিত্তিক শাকসবজি উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং শাকসবজির বিভিন্ন

জাতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে। বিভিন্ন রকম শাকসবজি চিনে এর পুষ্টির পরিমাণ ও গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা নিতে পারছে।

মোঃ মতলেবুর রহমান

দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার একটি ইউনিয়ন দারিয়াপুর। ক্রীড়া, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আশেপাশের কয়েকটি ইউনিয়নের মধ্যে এই ইউনিয়নের বেশ সুনাম আছে। এক সময় দারিয়াপুর ইউনিয়নের ফুটবল দল ছিল আশেপাশের এলাকার মানুষের কাছে প্রিয় একটি দল। মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল নিজ এলাকার ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ করেন। তিনি এসব বিদ্যালয়ে ফুটবল, জার্সি, প্যান্ট, ভলিবল, নেট, হ্যান্ডবল, ব্যাট, বল, গ্লাভস্, স্ট্যাম্প ইত্যাদি প্রদান করেন। এই ক্রীড়াসামগ্রী পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে। পড়ালেখার পাশাপাশি তারা খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করছে।

ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণের সময় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের হাতে এই ক্রীড়াসামগ্রী তুলে দেন।

সেলিনা এখন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী

শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাচক্র শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে সেলিনা। তার স্বপ্ন সে লেখাপড়া শিখে আদর্শ শিক্ষক হবে। জন্ম থেকেই সে শারীরিক প্রতিবন্ধী। এ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সে সকল বাধা অতিক্রম করে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসত। তার মন থেকে সকল বেদনা মুছে গেছে। আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ তার মধ্যে নতুন করে বিদ্যালয়ে আসার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের দফরপুর গ্রামে এক অসহায় পরিবারের মেয়ে সেলিনা। তার বাবার নাম সেলিম আলী। মা মিনুয়ারা খাতুন। তারা দুই বোন আর এক ভাই। সেলিনার জন্ম থেকেই দুই পায়ের হাঁটু পর্যন্ত নেই। তাই হাঁটুতে ভর দিয়ে তাকে চলাফেরা করতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধীদের পাঠদানের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা না থাকা এবং তার শারীরিক অবস্থা দিন দিন ভারী হয়ে পড়ায় নানান প্রতিবন্ধকতার কারণে সে পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েও বিদ্যালয়ে আসতে চায়নি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রপের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও সহযোগিতার ফলে সে আবার বিদ্যালয়ে আসতে শুরু করে। তার চলাফেরায় অনেক কষ্ট হয় দেখে পরিবার থেকে তাকে চাপ দিতে পারেনি। বিদ্যালয়ের এক সভায় আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বিষয়টি জানতে পারেন। ওয়াচ গ্রুপের সদস্য আব্দুর রকিব, মহিউদ্দীন আহম্মদ বিষয়টি জানার পর সেলিনার বাড়িতে যান। তার পিতা-মাতার কাছে বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ জানতে চান এবং সেলিনাকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ বিষয়টি ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এ. কে. এম. তৌফিকুজ্জামানকে অবহিত করলে তিনি সেলিনার জন্য একটি হুইল চেয়ার বরাদ্দ করেন। প্রধান শিক্ষক সমাজসেবা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করেন।

সেলিনা পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শহিদুল ইসলাম ও আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সেলিনার লেখাপড়ার বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখছেন। শারীরিক সমস্যা নিয়ে সেলিনা খাতুন সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করে আবার নতুন জীবন শুরু করেছে। প্রতিবন্ধিতা যে জীবন চলার পথে কোনো বাধা হতে পারে না সেলিনা তা প্রমাণ করেছে। একইসঙ্গে শিক্ষা লাভ যে সবার মৌলিক অধিকার তা প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। তৃণমূল পর্যায়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, অতিদরিদ্র ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সমাজে এ ধরনের শিশুদের জন্য সেলিনা একটি উদাহরণ, যা সমাজের অনেক অসহায় শিশুকে লেখাপড়ার জন্য উৎসাহিত করবে।

আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ

ক্রীড়া, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের অনেক সুনাম আছে। এক সময়ের আমঝুপি ইউনিয়ন ফুটবল দল ছিল আশেপাশের ইউনিয়নের চেয়ে অনেক জনপ্রিয়। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন আহাম্মেদ নিজ এলাকার ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ করেন। ক্রীড়াসামগ্রীর মধ্যে ছিল ফুটবল, জার্সি, প্যান্ট, ভলিবল, নেট, হ্যান্ডবল, ব্যাট, বল, গ্লাভস্, স্ট্যাম্প ইত্যাদি। এসব ক্রীড়াসামগ্রী পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করছে।

সাদ আহম্মেদ

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের টিফিনবক্স দিলেন রিকশাচালক তারা মিয়া

নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় চকলেঙ্গুরা গ্রামের রিকশাচালক তারা মিয়া স্বপ্ন দেখেন, গরিব ও অসহায় শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হবে। সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা বিষয়ে গুণীজনের বক্তব্য শুনে তার এ উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য কিছু একটা করবেন। তাই প্রতিদিনের আয় থেকে তিনি ৫ থেকে ১০ টাকা সঞ্চয় করেন। জমাকৃত টাকা দিয়ে গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বই, খাতা ও কলম বিতরণ করেন। ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে তারা মিয়া এসএমসি, পিটিএ ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে নলুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯০ টাকা দামের সাতটি টিফিনবক্স প্রদান করেন। তারা মিয়া এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ব্যক্তিগত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রেখেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আইয়ুব আলী

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) আইয়ুব আলী বিরিশিরি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিগত সময়ে গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি, স্কুল ড্রেস ও শিক্ষা উপকরণসহ বিভিন্ন সহযোগিতা করেছিলেন। অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনি ব্যক্তিগত বৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখবেন। পরবর্তীকালে আইয়ুব আলী আমেরিকায় চলে যান। ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দ্বি-মাসিক সভায় ব্যক্তিগত বৃত্তি প্রদানের বিষয়টি আলোচিত হয়। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা আইয়ুব আলীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। আইয়ুব আলী এবারও গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবেন বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেন। তিনি ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থীকে দুই হাজার টাকা করে মোট বারো হাজার টাকা প্রদান করেন। বিরিশিরি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম রুহু, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এসএমসি, পিটিএ, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে আইয়ুব আলীর ছেলে সুপন তালুকদার বৃত্তি হস্তান্তর করেন।

স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে পাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্যারা-টিচার নিয়োগ

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করছেন। এর ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় জনগণ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার স্বার্থে বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকটসহ ছোট ছোট সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করছেন। হোগলা ইউনিয়নে পাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছয়জন শিক্ষকের মধ্যে পাঁচজন কর্মরত আছেন। তাই এসএমসি, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও স্থানীয় লোকজন পপি পণ্ডিত নামে এমএ পাস একজন নারীকে প্যারা-টিচার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। এতে লেখাপড়ার মান ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বদলে যাচ্ছে আগিয়া ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযান কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এর ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনঅংশগ্রহণবৃদ্ধি পাচ্ছে। কমিউনিটির উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা কর করা হচ্ছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা স্থানীয় উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে দেনদরবার করছেন। ইউনিয়ন পরিষদ থেকেও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সহযোগিতা করা হচ্ছে। এ ধরনের উদ্যোগের অংশ হিসেবে আগিয়া ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বুধি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল ব্যাগ প্রদান করা হয়। স্কুল ব্যাগ পেয়ে শিক্ষার্থীরা খুবই আনন্দিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হারও বেড়েছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ মাজহারুল ইসলাম মানিক

কমিউনিটির উদ্যোগে ধলীগৌরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

ভোলার লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নে অবস্থিত ধলীগৌরনগর-২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের দুটি ভবন। তাতে মাত্র সাতটি শ্রেণিকক্ষ। একটি কক্ষে শিক্ষকরা বসেন। বাকি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠ পরিচালিত হয়। এতে ৬৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলান কঠিন। সঙ্গত কারণেই ব্যাহত হয় শিক্ষা কার্যক্রম। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি অনেক বছর পেরিয়ে গেলেও এ সমস্যার সমাধান হয়নি। এ বিষয়টি অত্র বিদ্যালয়ের এসএমসি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের নজরে আসে। তারা সকলে মিলে শিক্ষা কর্মকর্তা ও এলাকার জনগণের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করেন। আলোচনায় স্থানীয় জনগণ ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের সহযোগিতায় ভবনের নিচে টিন দিয়ে একটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় জনগণ ও শিক্ষা প্রশাসন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে। শ্রেণিকক্ষটি নির্মাণের ফলে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্থান

সংকুলানের সমস্যা কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে লেখাপড়া করছে। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে এসব সম্ভব হয়েছে।

লালমোহন উত্তর ধলীগৌরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্তঃশ্রেণিভিত্তিক ফুটবল খেলা আয়োজন

ভোলার লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের উত্তর ধলীগৌরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্তঃশ্রেণি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলা শেষে ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ বিদ্যালয়ের এসএমসি ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় আন্তঃশ্রেণি ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের এসএমসি ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ জিয়াউল হক মাস্টার। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মীরা রানী দাস, সহকারী শিক্ষক ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। ১৯২৬ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও খেলাধুলায় ও শিক্ষায় পিছিয়ে ছিল। গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এডুকেশন ওয়াচ

গ্রুপের কার্যক্রম ও উদ্যোগের ফলে লেখাপড়া, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিকচর্চা ও ব্যবস্থাপনায় এ বিদ্যালয়টি ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় শীর্ষে অবস্থান করছে।

কমিউনিটি ও শিক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে পশ্চিম চাঁচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নে অবস্থিত পশ্চিম চাঁচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয় ভবনে রয়েছে মাত্র তিনটি কক্ষ। তিনটি কক্ষের মধ্যে শিক্ষকরা একটির অর্ধেক কক্ষে বসেন। বাকি আড়াইটি শ্রেণিকক্ষে চলে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পাঠদান। এতে ১৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন। ফলে ব্যাহত হয় নিত্যকার শিক্ষা কার্যক্রম। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি অনেক বছর পেরিয়ে গেলেও এ সমস্যার সমাধান হয়নি। এ বিষয়টি অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহানারা বেগমের মাধ্যমে এসএমসি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের নজরে আসে। তারা সকলে মিলে শিক্ষা কর্মকর্তা ও এলাকার জনগণের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করেন। আলোচনায় স্থানীয় জনগণ ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের সহযোগিতায় ভবনের নিচতলায় চারদিকে লোহার গ্রিলের বেষ্টনী দিয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদ্যালয়ে একটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়। শ্রেণিকক্ষটি নির্মাণে ব্যয় হয় প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। স্থানীয় জনগণ, স্থানীয় একজন

ঠিকাদার ও শিক্ষা প্রশাসন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের সমস্ত ব্যয় বহন করেন। শ্রেণিকক্ষটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের স্থান সংকুলানের সমস্যা কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে লেখাপড়া করছে। গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।

হারুন উর রশীদ, জাকির হোসেন

কমিউনিটির উদ্যোগে খুলনায় শিক্ষামেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর ও বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে এবং ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ও শরাফপুর ইউনিয়নে শিক্ষামেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন, আশ্রয় ফাউন্ডেশন ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ আয়োজনে এবং ডিএফআইডি'র সহায়তায় শিক্ষামেলা আয়োজন করা হয়। মেলা উপলক্ষে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্রুতপঠন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটক, নৃত্য, সংগীত পরিবেশিত হয়। চারটি ইউনিয়নের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষামেলায় অংশ নেয়। এ অনুষ্ঠান শিশুদের মধ্যে ব্যাপক আনন্দ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। শিক্ষামেলায় আগত অতিথিরা বলেন, শিক্ষামেলার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হবে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই তারা সামনে এগিয়ে যাবে। এভাবেই তারা একদিন করবে বিশ্বজয়।

আমিরপুর

বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর ইউনিয়নে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মেলা উদ্বোধন করেন আমিরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জি. এম. মিজানুর রহমান মিলন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বটিয়াঘাটা উপজেলার শিক্ষা অফিসার কামরুল আলম ও সহকারী শিক্ষা অফিসার শাহজাহান শেখ, আশ্রয় ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মমতাজ খাতুন, গণসাক্ষরতা অভিযানের উর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক সাকিবা খাতুন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন বটিয়াঘাটা উপজেলার চেয়ারম্যান আশরাফুল আলম খান। আমিরপুর ইউনিয়নের 'কে বাইনতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়' মাঠে আয়োজিত মেলায় ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ২টি কিন্ডারগার্টেন, ইউনিয়ন পরিষদ ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের স্টলসহ মোট ১৭টি স্টল ছিল।

বালিয়াডাঙ্গা

বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মেলা উদ্বোধন করেন বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম হাসান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বটিয়াঘাটা উপজেলার শিক্ষা অফিসার কামরুল আলম ও সহকারী শিক্ষা অফিসার শাহজাহান শেখ, আশ্রয় ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মমতাজ খাতুন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন বটিয়াঘাটা উপজেলার চেয়ারম্যান আশরাফুল আলম খান। শিক্ষামেলায় নানা ধরনের শিক্ষা উপকরণ দিয়ে স্টলসমূহ সাজানো হয়। মেলা উপলক্ষে ২০১৬ সালে কর্মএলাকার ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়।

সাহস

ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়নে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মেলার উদ্বোধন করেন ডুমুরিয়া উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ হাবিবুর রহমান। এ সময় আশ্রয় ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মমতাজ খাতুন, ইউপি চেয়ারম্যান শেখ মোঃ জয়নাল আবেদীন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডুমুরিয়া উপজেলার চেয়ারম্যান খান আলি মুনসুর এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জি. এম. আলমগীর কবির। শিক্ষামেলায় ছিল নানা ধরনের শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সাজানো স্টল। এছাড়াও ২০১৬ সালে কর্মএলাকার ১৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ইউনিয়নের নোয়াকাটি খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত মেলায় ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ১টি কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও সাহস কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের স্টলসহ মোট ১৭টি স্টল ছিল।

শরাফপুর

ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ইউনিয়নে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মেলা উদ্বোধন করেন ডুমুরিয়া উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মতিউর রহমান। এ সময় আশ্রয় ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মমতাজ খাতুন, ইউপি চেয়ারম্যান শেখ রবিউল ইসলাম রবি, গণসাক্ষরতা অভিযানের উর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক সাকিবা খাতুন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, গণমাধ্যমকর্মী ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জি. এম. আলমগীর কবির। শিক্ষামেলায় ছিল নানা ধরনের শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সাজানো স্টল। এছাড়াও ২০১৬ সালে কর্মএলাকার ১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। ইউনিয়নের বানিয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত মেলায় ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের স্টলসহ মোট ১৫টি স্টল ছিল।

আনোয়ার আহমেদ

বেইসলাইন প্রতিবেদন

ফুলছড়ি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

ফুলছড়ি, গাইবান্ধা

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় ৩২টি ইউনিয়নে বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে ফুলছড়ি ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল ও সুপারিশমালা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের জুন মাসে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ফুলছড়ি ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৭,১৫৫টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত জনসংখ্যাশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৫,৫৪৪টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ২৯,২৮৫ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ২৪,৯৩০ জন। খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা ২০১৪ সালের জরিপে পাওয়া গেছে ৪.০৯ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৪.৫০ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৯,৪৭০ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৩,৭৯৪ জন এবং ছেলে ৫,৬৭৬ জন (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৫,৯৬৩ (মেয়ে ২,৪১৭, ছেলে ৩,৫৪৬) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৫,৫৯৯ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ২,৩১৬ জন এবং ৩,২৮৩ জন ছেলে।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	১,৫২৩	২,৫৬৯	৪,০৯২	৩৭.২২
৬ – ১২ বছর	২,৪১৭	৩,৫৪৬	৫,৯৬৩	৪০.৫৩
১৩ থেকে ১৮ বছর	১,৪৪৬	২,২৭৯	৩,৭২৫	৩৮.৮২
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৬,৯২৫	৪,৭৭৪	১১,৬৯৯	৫৯.১৯
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,৬২১	৯৬৮	২,৫৮৯	৬২.৬১
৬০+ বছর	৭২৮	৪৮৯	১,২১৭	৫৯.৮২
মোট:	১৪,৬৬০	১৪,৬২৫	২৯,২৮৫	৫০.০৬

তথ্যসূত্র: ফুলছড়ি ইউনিয়ন খানাজরিপ, জুন ২০১৪

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	শতকরা হার
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	৩,২৮৩	২,৩১৬	৫,৫৯৯	৯৩.৮৯
বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু	২৬৩	১০১	৩৬৪	৬.১১
মোট:	৩,৫৪৬	২,৪১৭	৫,৯৬৩	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২,৪৯৪	১,৮২১	৪,৩১৫	৯৪.৫৯
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৩,৪৬৫	২,৪৫২	৫,৯১৭	৯২.৫৭
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৫৮২	৩৫৪	৯৩৬	৫৮.৩৭

তথ্যসূত্র: ফুলছড়ি ইউনিয়ন খানাজরিপ, জুন ২০১৪

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী ফুলছড়ি ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর পাস করেছেন ৫৯ জন। অনার্স পাস করেছেন ১০৩ জন, স্নাতক পাস করেছেন ২০৯ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ৭২৯ জন, এসএসসি পাস করেছেন ১,২৪৩ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৬৪৯ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,৪১৯ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৩,৯৫৯ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ৫,৫০৫ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	৬	৪৬.২	ব্যবহার উপযোগী	৫	৩৮.৪
উভয়েই ব্যবহার করে	৩	২৩.১	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	২	১৫.৪
শুধু মেয়েদের জন্য	০	০	ব্যবহারের অনুপযোগী	৩	২৩.১
শুধু ছেলেদের জন্য	১	৭.৭	বন্ধ	০	০
টয়লেট নেই	৩	২৩.১	টয়লেট নেই	৩	২৩.১
মোট	১৩	১০০	মোট	১৩	১০০

তথ্যসূত্র: ফুলছড়ি ইউনিয়ন খানাজরিপ, জুন ২০১৪

বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ফুলছড়ি ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ৩৬৪ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১০৯ জন শিশু রয়েছে ১ নম্বর ওয়ার্ডে। এরপর ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৭১ জন এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৫৯ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে।

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৭৯ (মেয়ে ৪০, ছেলে ৩৯) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৪৪ (মেয়ে ২৫, ছেলে ১৯) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসাবে ৫৫.৬৭ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৭৯.৪৯ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৪৮.২ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ৩৮.৮ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ৪.১ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। অন্য উপজেলায় পড়ালেখা করে ৮.৯ শতাংশ শিশু।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

ফুলছড়ি ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ১,১৫৪ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৫২৬ জন এবং ছেলে ৬২৮ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে মোট ১,২৩৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থী বেশি ৬৩৯ জন ও ছেলে ৫৯৮ জন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতেও ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থী বেশি। তৃতীয় শ্রেণিতে ৫৫১ জন মেয়ের বিপরীতে ৫৩৯ ছেলে শিক্ষার্থী। চতুর্থ শ্রেণিতে ৫০৭ জন মেয়ের বিপরীতে ৩২৭ জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ৭৩৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪১০ জন মেয়ে ও ৩২৭ জন ছেলে।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসেবে ১৫.৪ শতাংশ। ৬টি আধাপাকা (৪৬.২ শতাংশ) এবং ৫টি কাঁচা (৩৮.৪ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ১টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসাবে ৭.৭ শতাংশ। ৬টি (৪৬.২ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ৬টি (৪৬.২ শতাংশ) বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসেবে তা ৪৬.২ শতাংশ। ৩টি বিদ্যালয়ে (২৩.১ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে। ১টি (৭.৭ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শুধু ছেলেদের জন্য টয়লেট ব্যবস্থা রয়েছে। ৩টি (২৩.১ শতাংশ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো টয়লেট ব্যবস্থা নেই।

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

ফুলছড়ি ইউনিয়নে ৭,১৫৫টি খানায় মোট ২৯,২৮৫ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সবসময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ৩৮.২ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসাবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৪.৫৯ শতাংশ। বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় ফুলছড়ি ইউনিয়নের অবস্থান খুব একটা ভালো নয়। বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা খুব কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ৫,৫০৫ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে ফুলছড়ি ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে, জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুর রউফ

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ২০১৪ সালের বেইসলাইন জরিপের তথ্য মুদ্রিত হলো, যাতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সূচকগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ ও অর্জন

'প্রত্যাশা' প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের সহযোগী সংস্থাসমূহের বাস্তবায়ন কৌশল প্রয়োগে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯-১১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিন দিনব্যাপী এ সমন্বয় সভার সূচনা করেন। সভায় এনডিপি'র নির্বাহী পরিচালক আলাউদ্দিন খান এ সংস্থার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এ সভায় অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহ হলো আশ্রয় ফাউন্ডেশন, আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, এসেড, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, এনডিপি, সেরা, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা। এসব সংস্থার প্রতিনিধিরা ৩২টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন।

অর্জনসমূহ

- কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে অভিভাবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।
- অভিভাবকরা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ের খোঁজখবর নিচ্ছেন।
- সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকরা বাড়িতেও লেখাপড়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন।
- শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শনের ফলে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয়সমূহে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ উপস্থাপন ও দলীয় কাজের মাধ্যমে পাঠ পরিচালনা করা হচ্ছে।
- নিয়মিত হোম ভিজিট করে ঝরে পড়া রোধের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
- স্কুলে শিক্ষার্থী সমাবেশ নিয়মিত হয়।
- মা সমাবেশ ও এসএমসি সভা নিয়মিত হয়।
- খুলনার আমিরপুর ইউনিয়নে এসএমসি ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় বাইনতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাউন্ডারি তৈরি হয়েছে।
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও এসএমসি সদস্য মোঃ নজিবুর রহমান খান আলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত তিনজন শিক্ষার্থীকে পুরস্কার দেন।
- ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের পূর্ব চতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগের ফলে শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস পরিধানের সংখ্যা শতভাগে উন্নীত হয়েছে।
- মেহেরপুরের দারিয়াপুর ইউনিয়নে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ১১ জন স্থানীয় ইমাম ভর্তি প্রচারণার অংশ হিসেবে জুম্মার নামাজের খুৎবায় শিশুদের স্কুলে ভর্তির আহ্বান জানিয়েছেন।
- সিরাজগঞ্জের পাঙ্গাসী ইউনিয়নের গ্রামপাঙ্গাসী, মনোহরপুর ও নওদাশালুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজানো ও বাগান তৈরি হয়েছে।
- নেত্রকোনার হোগলা ইউনিয়নের পাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটির সহযোগিতায় একজন প্যারা-টিচার নিয়োগ করা হয়েছে।
- জামালপুরের জোড়খালী ইউনিয়নের চর গোলাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসএমসি সভার ফলে সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক বিদ্যালয়ের সভাপতি ও সদস্যরা নিজে বিদ্যালয়ে সমাবেশ পরিচালনা করছেন।
- এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে লবিং করে কাতলামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য ছয় লক্ষ টাকা বরাদ্দ পেয়েছে।
- কমিউনিটি এডুকশন ওয়াচ গ্রুপের সহায়তায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর ও প্রধান ফটক নির্মাণ করা হয়েছে।
- পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করা ও বিদ্যালয়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- পরীক্ষা চলাকালে এবং বছরের শেষ প্রান্তিকে স্কুলের সঙ্গে কাজ করা কঠিন।
- অধিকাংশ ইউনিয়নে নতুন জনপ্রতিনিধি আসায় কাজে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যোগাযোগের অব্যবস্থা।
- শিক্ষা প্রশাসনের তদারকির অভাব।
- শিক্ষক ও সকল কমিটি সদস্যদের প্রশিক্ষণের অভাব।
- এসএমসি'র সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকা।
- এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় না থাকায় ঝরে পড়ার হার বেশি।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধীবান্ধব বিদ্যালয় না হওয়ায় বিদ্যালয়ে ভর্তি ও ফিরিয়ে আনা কঠিন হচ্ছে, শিক্ষকদের এ বিষয়ে দক্ষতার অভাব রয়েছে।

কমিউনিটি এডুকশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন শেষে অভিযানের মনিটরিং রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। এতে গত তিন মাসের কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০১৭ সময়ের কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক। অভিযানের ইউনিটভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মতবিনিময় করেন প্রতিটি ইউনিটের প্রতিনিধিরা। ব্যবস্থাপক (অর্থ) প্রদীপ কুমার সেন প্রকল্পের বিল সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনের উপায় তুলে ধরেন এবং ডিউ-ডেলিজেন্স নিয়ে আলোচনা করেন। সমন্বয় সভার দ্বিতীয় দিনে অভিযানের সকল বিভাগের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও উপস্থাপন করা হয়। সভার তৃতীয় দিনে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের কাজের ফলাফল সংরক্ষণ ও প্রদর্শন পদ্ধতি আলোচনা হয় এবং প্রকল্পের রেজাল্ট-চেইন বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়। অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ প্রকল্পের ফলাফল নির্ধারণ ও বিন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের লক্ষ্য নির্ধারণ ও চাহিদা নিরূপণ করেন।

মোঃ বেনজির শাহ্ শোভন

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী

ঝাঐল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী

সিরাজগঞ্জে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন
গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী ৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে সিরাজগঞ্জে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক, এনডিপি'র নির্বাহী পরিচালক আলাউদ্দিন খান, প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্মীরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

এ পরিদর্শক দল সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের ঝাঐল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ বিদ্যালয়ে পৌঁছে তাঁরা সকল শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে প্রদর্শিত দৈনিক সমাবেশ দেখেন। এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক ও ইউপি সদস্যদের সঙ্গে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি বিষয়ে মতবিনিময় করেন। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প কতটুকু ভূমিকা রাখছে এ বিষয়ে ঝাঐল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি'র অন্যতম সদস্য আব্দুল বারীক সরকার বলেন, 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের কাজের ফলে এসএমসি ও অভিভাবকরা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছেন এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়নে যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছেন। তিনি এই প্রকল্পের কার্যক্রম কামরখন্দ উপজেলার সকল ইউনিয়নে সম্প্রসারণ এবং আরো কয়েক বছর চলমান রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ করেন। ইউপি সদস্য উম্মে নূর বেগম পিয়ারা বলেন, 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। কারণ, ইতোপূর্বে আমি কখনো প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ পাইনি। বিদ্যালয়ের মা সমাবেশ, এসএমসি'র সঙ্গে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভা, জিপিএ-৫ ও বৃত্তিপ্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান, হোম ভিজিট, স্কোর কার্ড প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে বুঝতে পেরেছি এই প্রকল্পের কাজের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে রাশেদা কে. চৌধুরী এ বিদ্যালয় থেকে বিদায় নেন। পরিদর্শনকালে উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, ঝাঐল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও এসএমসি'র সভাপতি ও সদস্য, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর পরিদর্শক দল রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে আয়োজিত ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। এ মতবিনিময় সভা শেষে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির যৌথ অর্থায়নে গরিব, প্রতিবন্ধী ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ব্যাগ, স্কুল ড্রেস ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধানগড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মীর ওবায়দুল ইসলাম মাছুম। প্রধান অতিথি ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন রায়গঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার ইকবাল আকতার, এনডিপি'র নির্বাহী পরিচালক আলাউদ্দিন খান। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে স্কুল ব্যাগ, স্কুল ড্রেস ও শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেন। শিক্ষাসামগ্রী পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি-পিটিএ ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরাও উদ্দীপ্ত হন।

মোঃ শাহ আলম সরকার

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd